**বিতরণঃ**

স্বাধীনতার পর পাট শিল্প উত্তর-পূর্ব ভারতের চারটি প্রধান অঞ্চল, **বিহারের উত্তর-পূর্ব সমভূমি, উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চল এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।**

1. **পশ্চিমবঙ্গঃ** হুগলি নদী অববাহিকার কাছে মিল।
2. **অন্ধ্রপ্রদেশঃ** গুন্টুর,বিশাখাপত্তনম, ওঙ্গলে এবং এবুরু
3. **বিহারঃ** দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর এবং গয়া
4. **ছত্তিশগড়ঃ** রায়গড়
5. **ওড়িশাঃ** কটক

**যে কারণগুলি পশ্চিমবঙ্গকে পাটের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক হতে পরিচালিত করেঃ**

যে অবস্থানগত কারণগুলি পশ্চিমবঙ্গকে জুটিয়ারের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক হিসাবে সক্ষম করেছেঃ

* হুগলি নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত জল পাওয়া যায় যা ধোয়া, রঙ করা এবং রেটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
* হুগলি নদীর দ্বারা প্রদত্ত জলপথটি একটি সস্তা পরিবহণ সুবিধা প্রদান করে।
* পাট উৎপাদনের বেশিরভাগই (প্রায় 90 শতাংশ) **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র** ব-দ্বীপ থেকে আসে।
* পাট শিল্প একটি শ্রম-নিবিড় শিল্প। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশা থেকে সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায়।
* **রানীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র** কয়লার প্রস্তুত প্রাপ্যতা সহজতর করে।
* কলকাতার বন্দর সুবিধাগুলি অঞ্চলগুলিকে যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সমাপ্ত পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা করে।
* কলকাতার প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল পাট শিল্পের জন্য একটি প্রস্তুত বাজার প্রদান করে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে চিনি শিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পের বিকাশের ফলে বার্লি ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ পাট শিল্প হয়।
* সিমেন্ট শিল্পের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পাট শিল্প সারা দেশের কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশ।

**চ্যালেঞ্জগুলো**

**পার্টিশন:** দেশভাগের পর পাট উৎপাদনের প্রায় 80 শতাংশ এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে যায় এবং কলগুলি ভারতে থেকে যায়। রাজনৈতিক কারণগুলো বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির পক্ষে অনুকূল ছিল না। যাইহোক, পরে ভারতে পাট এবং মেস্তার ক্রমবর্ধমান বিশাল আকারের দ্বারা এটি সমাধান করা হয়েছিল।

* + **চাহিদা হ্রাসঃ** সিন্থেটিক প্যাকিং উপকরণ থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।
  + **প্রতিযোগিতাঃ** চীন, আর্জেন্টিনা, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাপানের মতো উন্নত দেশগুলি এই কঠিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
  + **পাটের বিকল্পঃ** মেস্তার (অন্ধ্রপ্রদেশে) মতো স্থানীয় তন্তুগুলির চাহিদা পাটের চাহিদা হ্রাস করেছে।
  + **অপ্রচলিত প্রযুক্তিঃ** কোনও যন্ত্রপাতি উন্নয়ন এবং স্বয়ংক্রিয়করণ ছাড়াই অপ্রচলিত প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার কলগুলির প্রতিযোগিতামূলকতা হ্রাস করেছে।

**গুরুত্বঃ**

পলিথিন এবং প্লাস্টিকের ব্যাগের বিকল্প হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে পাট শিল্পের। উন্নত গবেষণার মাধ্যমে, পাট পোশাক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্লাস্টিকের আসবাবপত্র, ইনসুলেশন, উলের সাথে মিশ্রিত করার জন্য ব্যবহৃত ব্লিচড ফাইবার এবং কার্পেট ও কম্বল তৈরির জন্য তুলার সাথে মিশ্রিত করা হয়।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* + পাটের উৎপাদন বাড়াতে সরকার **গোল্ডেন ফাইবার বিপ্লব** শুরু করেছে।
  + এছাড়াও, সরকার সিমেন্ট, চিনি এবং সার শিল্পে পাটের প্যাকেজিং ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট আদেশ জারি করেছে।
  + পাট শিল্পকে উৎসাহিত করতে সরকার জাতীয় পাট উৎপাদন নিগম গঠন করেছে।
  + জাতীয় পাট বোর্ড এবং ভারতীয় পাট নিগম দ্বারা প্রবর্তিত আই-কেয়ার কর্মসূচি কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রেটিং প্রযুক্তির উপর একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে রেটিং সমস্যার সমাধান করতে চায়।
  + 'দ্য জুট ফাউন্ডেশন' (টিজেএফ) নামে একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ পরিবেশ-বান্ধব পণ্য সম্পর্কিত অনেক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে।

রেশম শিল্প

52, 360টি গ্রামে রেশম চাষের কার্যক্রম ছড়িয়ে থাকায় ভারতে রেশম শিল্প দেশের জন্য কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদক। বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী সমস্ত ধরনের রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বব্যাপী এক অনন্য অবস্থান উপভোগ করে। রেশম উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। রেশম চাষ 2019 অর্থবছরে ভারতে 9.1 মিলিয়নেরও বেশি লোককে কর্মসংস্থান দিয়েছে।